

পাস দুটি বিল, অগাস্টেই ইউসিসি

তরুমিতা বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুন : সমতা, ন্যায়বিচার ও নিশ্চিহ্ন সুরক্ষার এক নতুন ভোরের সাক্ষী হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং সাংবিধানিক অধিকারের প্রকৃত বাস্তবায়নে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বিল পাস হলো। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণে পূর্ণ স্বচ্ছতা আনতে সোমবার বিধানসভায় ১৮৬ জন বিধায়কের সমর্থনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী বিল—‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস রিজার্ভেশন অফ ভ্যাকুয়েন্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’ এবং ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’—পাশ হয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ বিল দুটি পেশ করেন। সংশোধনীতে ২০১০ সালের আগের নিয়মে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। নয়া আইনে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মোট ৬৬টি সম্প্রদায়ের মানুষ (যার মধ্যে ৫৪টি হিন্দু এবং ১২টি মুসলিম গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) রাজ্য সরকারি চাকরিতে ৭ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন। হাইকোর্টের রায় মেনে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২০১১ সালের পরে তৃণমূল আমলে তোলা ৭৭টি মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নাম। অন্যদিকে রাজ্যের সম্ভাব্য অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা নিশ্চিত করতে নতুন করে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশনের হাতে ক্ষমতাও ফেরানো হয়েছে।তৃণমূল আমলে রাজ্যের প্রধান রাষ্ট্রবাদী বিরোধী দল বিজেপির অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি চরিতার্থ করতে তালিকায় বেরাইনিভাবে ১১৩টি উপ-শ্রেণি যোগ করেছে। যার মধ্যে ৭৭টি মুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে। বিজেপির তোলা অভিযোগে কার্যত সিলমোহর দেয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ২০২৪ সালের মে মাসে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজশেখর মাস্তুর ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও অসাংবিধানিক আখ্যা দেয়। তৃণমূল আমলে তৈরি তালিকা বাতিলের নির্দেশও দিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ। বিজেপি সহ আত্মদীপের মতো অন্যান্য রাষ্ট্রবাদী সংগঠনগুলির দাবি ছিল, যথার্থ সমীক্ষা না করেই, শুধুমাত্র রাজনৈতিক

ফায়দা তুলতে এই বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে। যার ফলে প্রকৃত পিছিয়ে পড়া হিন্দুসহ অন্যান্য সম্প্রদায় চরম বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। বিধানসভায় সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে, বিগত সময়ের একটি রাজনৈতিক প্রহসনের যবনিকা পাত হলো বলেই মনে করছেন, ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। অন্যদিকে পূর্বের সময়সীমা মেনেই এদিন বিধানসভায় পাসা বিলও পাশ হয়। নিশ্চিহ্ন নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে রাজ্যকে অপরাধমুক্ত করতে ১৭৬ জন বিধায়কের ভোটের সমর্থনে বিধানসভায় পাস হয়েছে ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬’। এই বিল ওয়াকিবহাল মহলে "গুণ্ডা-দমন" বিল নামেই অধিক পরিচিত। মুখ্যমন্ত্রী পূর্বেই বলেছিলেন, গোটা রাজ্যে বিগত ১৫ বছর ধরে চলা গুণ্ডারাজ কঠোর হাতে দমন করবে প্রশাসন। এই আইনের ফলে একদিকে যেমন সিভিকিট, তোলাবাজিকে নির্মূল করা সম্ভব হবে, তেমনই অবৈধ বালি, কয়লা ও গরু পাচার সহ জমি দখলের মতো সংগঠিত অপরাধও কঠোর হাতে দমন করা সম্ভব হবে। বিলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জননিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানো বা দাঙ্গা লাগিয়ে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে অপরাধীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। পাশাপাশি, জেলাশাসক বা পুলিশ কমিশনার স্তরের আধিকারিকদের হাতে বিনা বিচারে ১২ মাস পর্যন্ত অপরাধীদের আটক (প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন) করার আইনি ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এই আইনের অধীনে হওয়া অপরাধগুলি সরাসরি জামিন-অযোগ্য (কগনিজ্যাবল ও নন-বেলেবল) হিসেবে গণ্য করা হবে। এইধরনের কঠোর বিল আনার প্রধান কারণ হিসেবে অতীতের নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিই দায়ী। বিগত দিনগুলিতে রাজনৈতিক হিংসা, সিএএ-এনআরসি বা ওয়াকফ ইস্যুকে কেন্দ্র করে কথায় কথায় সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং গুণ্ডারাজের অবাধ মুক্তাঞ্চল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ উঠে এসেছিল খবরের শিরোনামে। তৃণমূল নেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে অবাধ সন্ত্রাসের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে সাধারণ মানুষের জনজীবন সম্পূর্ণ বিঘ্নিত হয়। বিদ্যমান সাধারণ আইনের ফাঁককে তৃণমূল আশ্রিত লুপ্তেনবাহিনী সুপারিকল্লিতভাবে ব্যবহার করে। এই ধরনের সংগঠিত অপরাধ দমনে পুলিশ প্রশাসনও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সেই ভয়ের পরিবেশ থেকে রাজ্যকে

মুক্ত করতেই এই কড়া আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন।তবে ইউসিসি লাগু করতে প্রশাসন ধীরে চলো নীতিই গ্রহণ করেছে। সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় রাজ্য সরকারকে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি কার্যকর করার কথা বলা হলেও, কংগ্রেস আমলে ইউসিসি কার্যকর করতে কোনও রাজ্যই রাজি হয়নি। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি কার্যকর করতে সক্রিয় হয় প্রশাসন। ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ড ও আসামে ইউসিসি লাগু হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে ইউসিসির প্রয়োগে সময় নিতে চাইছে শুভেন্দু নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। নারীশক্তির উত্থান, সমানাধিকার ও সামাজিক সংস্কারের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্যে ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকরের নির্দিষ্ট রোডম্যাপ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষ প্যানেল গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতে টাস্ক ফোর্স হিসেবে থাকবেন একজন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং একজন আইএএস অফিসার। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই কমিটি বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, দত্তক নেওয়া এবং সন্তানের হেফাজত সংক্রান্ত ৯টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করবে এবং ২রা জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই খসড়া বিলটি পেশ করা হবে। তবে রাজ্যের আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায় এই আইনের আওতার বাইরে থাকবেন। এর আগে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইনের কারণে রাজ্যের নারীরা সম্পত্তি ও বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে চরম আইনি বৈষম্যের শিকার হচ্ছিলো। বিরোধী দলগুলির দীর্ঘদিনের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বিগত শাসকদলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্য মহিলাদের এই মৌলিক অধিকারগুলিকে বলিদান দিয়েছিল। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো প্রথাগুলি সমাজের বুকে বৈষম্যের প্রাচীর তুলে রেখেছিল। ইউসিসি প্রণয়নের মাধ্যমে সেই অন্ধকার প্রথাগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের জন্য একটি সুস্থ ও সমতাপূর্ণ আইনি পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলেই নিশ্চিত রাষ্ট্রবাদী মহলা।

দুর্গাপুরে সেমিকন

সন্দর্শন সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৯ জুন : করেন। ইতিমধ্যেই এমন ৫টি মাইক্রোচিপ গুজরাটের ধোলেরা, সানন্দ এবং তৈরি করে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর পর, এবার বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, ভারতের নতুন সেমিকন্ডাক্টর হাব হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের অধীনস্থ ৫টি পরিকল্পিত শিল্পতালুক এই নতুন ডিপ-টেক বিনিয়োগ টানার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত ভিত প্রস্তুত রেখেছে। তবে ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিপরীতে দুর্গাপুরের বর্তমান চিরাচরিত শিল্পক্ষেত্রের চিত্রটি বেশ হতাশাজনক। একসময় ইস্পাত, কয়লা, মাইনিং গিয়ার এবং সার উৎপাদনের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত এই শহরের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি বর্তমানে চরম বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার শিকার। আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রমাগত পড়তির সাথে পাল্লা স্বপন দাশগুপ্ত বাজেট ভাষণেও দিতে গিয়ে এই বড় কারখানাগুলি ধুকছে। জানিয়েছেন, দুর্গাপুরে সেমি কন্ডাক্টর হাব তৈরির কথা। উন্নয়নের এই যাত্রায় হলো: ডল্লিউবিআইডিসি-র ৫টি সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হলো চিপ ডিজাইনিং ও উৎপাদনের এই নতুন দুর্গাপুরের শক্তিশালী গবেষণা পরিকাঠামো। সিএসআইআর-একটিও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদন সিএমইআরআই এবং এনআইটি কারখানা গড়ে ওঠেনি। আশা করা হচ্ছে, দুর্গাপুরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি চিপ ডিজাইনিং ও উৎপাদনের এই নতুন সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন, মেমস, সেম্পর ক্লাস্টার এবং ৩,০০০ কোটি টাকার বিপুল এবং রোবোটিক্স নিয়ে সফল গবেষণা বিনিয়োগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে চালাচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের পশ্চিমবঙ্গের ধুকতে থাকা অর্থনীতি চাঙ্গা আগস্ট মাসে এনআইটি-র পড়ুয়ারা হবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে নতুন করে ২৫ হাজার কর্মসংস্থানের সুবিধা মিলবে। দেশের প্রথম দেশীয় মাইক্রোচিপ দুর্গাপুর ভারতের মানচিত্রে এক নতুন 'অ্যাসিনক্রোনাস ফিফো বিক্রম' তৈরি উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিল্পোৎপাদন সূচক নির্ধারণে বদল

২৯ জুন : দেশের শিল্পোৎপাদন সূচক নির্ধারণে বড় পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন শিল্পোৎপাদনের প্রকৃত বৃদ্ধির হিসাব করতে পাইকারি মূল্যসূচক ব্যবহার করা হলেও, এবার থেকে তার পরিবর্তে আউটপুট প্রোডিউসার প্রাইস ইনডেক্স ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২২-২৩ ভিত্তিবর্ষের নতুন আইআইপি সিরিজের এই পরিবর্তন কার্যকর করা হয়েছে। মন্ত্রকের মতে, উৎপাদক পর্যায়ে মূল্য পরিবর্তনের আরও নির্ভুল চিত্র তুলে ধরতে আউটপুট পিপিআই অনেক বেশি কার্যকর। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং শিল্পোৎপাদনের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির আরও নির্ভুল হিসাব করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন-ভিত্তিক তথ্যের বিশ্লেষণ আরও বাস্তবসম্মত হবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় আয় নির্ধারণেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। নতুন পদ্ধতিতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মে মাসে দেশের শিল্পোৎপাদন সূচক বছরে ৫.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মে মাসে আইআইপি সূচক দাঁড়িয়েছে ১২২.৭, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১১৬.৭। খাতভিত্তিক হিসেবে উৎপাদন বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হয়েছে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে ক্ষেত্রে (৯.৯ শতাংশ)। উৎপাদন শিল্পে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৫ শতাংশ, জল সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ৫.৫ শতাংশ, অন্যদিকে খনি ও খনিজ উত্তোলন **দ্বিতীয় পাতায়**

হুমায়ুনকে কঠোর হুঁশিয়ারি

২৯ জুন : রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য যাঁরা ছড়ানোর চেষ্টা করলে, কঠোর পদক্ষেপের দিকে হাঁটতে চলেছে বিজেপি সরকার। বিধায়ক হোক বা ছোট, বড়, মাঝারী যে কোনও মাপের নেতা; কাউকেই যে ছেড়ে কথা বলা হবে না, তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধানসভায় জুনের ৮ ও ২৬ তারিখের দুটি জনসভায় মুর্শিদাবাদের নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের করা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের দুটি জনসভায় রাজ্যের নব নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের দৃষ্টি কোণ থেকে তোপ দেগেছিলেন মুর্শিদাবাদের নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ওই দুটি জনসভা থেকেই সরাসরি মুসলমান জনগণকে ক্ষেপিয়ে জড়ো করার হুমকি দেন হুমায়ুন। তাঁর এই বক্তব্যধর্মী আক্রমণের পরেই প্রশাসনের তরফে রেজিনগর ও শক্তিরপুর থানায় দুটি এফ আই আর দায়ের করা হয়। ২৬শে জুনের ঘটনায় রেজিনগর থানায় দায়ের হওয়া কেস নম্বর ২১৯/২২৬ ও শক্তিরপুর থানায় ১৭৬/২২৬ এই নম্বরে ভারতীয় ন্যায় সংস্থিতার আওতায় কেস রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য পুলিশ। রেজিনগর থানায় আত্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়, হবে। যে এফ আই আরটি রুজু হয়েছে, তাতে হুমায়ুনের বক্তব্যের বিরোধীতা করেন, বিএনএসের আওতায় ১৫২, ১৯৬, ১৯৭, ২২৪, ২৯৯, ৩৫১(২), ৩৫২ ও ৩৫৩ ধারা ৩৫২, ২৯৯ ও ৩৫২ এই বক্তব্য কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নম্বর ধারা দুটি জামিনযোগ্য হলেও, বাকিগুলি জামিন অযোগ্য ধারা।

সম্পাদকীয়

ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী ইনড্রাস্যাকচারণ ইনডেস্টমেন্ট ব্যাংক, নরেন্দ্র মোদী, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাপান জওহরলাল নেহেরুকে ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-পেছনে ফেলে, দেশের অপারেশন, মার্কিন ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-এর মতো দীর্ঘসময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেনা অবশ্য ওঁর দেশের প্রতি কর্তব্যবোধকে মানতে নারাজ, বিরোধী দলগুলি। অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে বঁচে থাকা পরিবারতান্ত্রিক দলগুলির কাছে এর চেয়ে বেশি আর কীই বা আশা করা যায়! দেশের প্রতিটি দায়িত্ব পরিবারতন্ত্রের ধামাধরা সেপাইদের আনুগত্যে প্রায় ষাট বছর ধরে যাঁরা চালিয়েছেন, তাঁদের ইতিহাসবীক্ষা ছাড়া আর যা বঁচে আছে, তা কেবলই ‘আলু সে সোনা নিকালনেকা মাশিন’। একটু অন্যদিকে তাকিয়ে দেখা যাক, এই মুহুর্তে ভারতভূমে আর কী কী ঠিক ঘটছে। সম্প্রতি, দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ আরও জোরদার করতে ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড-এ অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই সিদ্ধান্তে এনআইআইএফ-এ কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান সর্বমোট বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি বেড়ে দাঁড়ালো ৬০ হাজার কোটি টাকা। এনআইআইএফে যারা বিনিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আবু ধাবি ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি, টেমাসেক, এশিয়ান



মেঘেরও খেলায় আকাশও পারে...

কূটনৈতিক পথেই যুদ্ধবন্দ

২৯ জুন : শান্তিচুক্তির মধ্যেই বারেবারে উত্তপ্ত হয়েছে ইউএস-ইরান সম্পর্ক। ইতিপূর্বেই হরমুজ প্রণালীতে সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী একটি ট্যাঙ্কারকে আক্রমণ করে, ইরানের আইআরজিসি। বদলে ফেরশুরু হয়, আক্রমের পালা। তবে বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় পরিস্থিতি কিছুটা হলেও আয়ত্তে এসেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘাত আপাতত থামলেও মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা পুরোপুরি কাটেনি। রবিবার মার্কিন প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, পারস্য উপসাগরে উভয় পক্ষ সাময়িকভাবে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ রাখতে এবং হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে চলা বিরোধের সমাধানে পুনরায় কূটনৈতিক আলোচনায় ফিরতে সম্মত হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার কাতারে এই বিষয়ে প্রযুক্তিগত পর্যায়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এর ফলে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার আশা তৈরি হয়েছে। তবে যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরেও উত্তেজনা পুরোপুরি থামেনি। গত কয়েক দিনে হরমুজ প্রণালীতে একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার পর মার্কিন বাহিনী ও ইরান পাল্টাপাল্টি সামরিক অভিযানে নামে। রবিবার ভোরে কুয়েত ও বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস। যদিও মার্কিন প্রশাসনের দাবি, ওই হামলায় কোনও মার্কিন সেনার প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে, লেবানন সীমান্তেও নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইজরায়েল জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের মাজদাল জুন এলাকায় হিজবুল্লাহর একটি প্রায় ২০০ মিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ অন্ত্রভাণ্ডার ও সুড়ঙ্গ ধ্বংস করা হয়েছে। ইজরায়েলের

দাবি, সেখানে বিপুল পরিমাণ অন্ত্র ও রকেট লঞ্চার মজুত ছিল। তবে হিজবুল্লা এই হামলাকে সদ্য স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রকাশ্য লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করেছে এবং প্রয়োজন হলে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার ইশিয়ারি দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হিজবুল্লাহর প্রধান নাদিম কাসেম ফের স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মার্কিন মধ্যস্থতায় হওয়া ইজরায়েল-লেবানন নিরাপত্তা চুক্তি তারা মানবে না। তাঁর অভিযোগ, ওই চুক্তি লেবাননের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী এবং কার্যত ইজরায়েলের সামরিক অবস্থানকে বৈধতা দেয়া। ফলে সংগঠনটি তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ অব্যাহত রাখবে বলেও তিনি ঘোষণা করেছেন। এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে। কয়েক দিন পতনের পর সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড ও মার্কিন ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও উর্ধ্বমুখী হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়ায় বিশ্ববাজারে অনিশ্চয়তা বজায় রয়েছে। যুদ্ধবিশ্বস্ত অবকাঠামো, জাহাজ চলাচলে জট এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যবস্থায় ফিরতে আরও কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ কূটনৈতিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিলেও ইরান, ইজরায়েল, হিজবুল্লা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে যে বহুমুখী সংঘাত তৈরি হয়েছে, তাতে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি এখনও অনেক দূরের লক্ষ্য। উভয় পক্ষই যেভাবে বারেবারে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, তাতে সামরিক সংঘাতের পাশাপাশি সাইবার হামলা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য এখন নতুন করে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

নির্ধারণে বদল

প্রথম পাতার পরে
ক্ষেত্রে উৎপাদন ১.৬ শতাংশ কমেছে। উৎপাদন শিল্পের ২৩টি শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে ১৬টিতেই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে মোটরগাড়ি ও অটো কম্পোনেন্ট উৎপাদন (১৪.৫ শতাংশ), বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদন (২০.৮ শতাংশ) এবং মৌলিক ধাতু উৎপাদন (৪.৬ শতাংশ)। ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিবিভাগে মূলধনী পণ্যের উৎপাদন ১২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিভিন্ন শিল্পে নতুন বিনিয়োগের ইতিবাচক ইঙ্গিত বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। পাশাপাশি ভোক্তা টেকসই পণ্যের উৎপাদনও ৭.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, সংশোধিত পদ্ধতিতে প্রকাশিত আইআইপি সিরিজই ভবিষ্যতে লাগবে। তবে তা দীর্ঘমেয়াদে গবেষণায় সহায়তা করবে বলেই জানিয়েছে মন্ত্রক।

ক
মি
ত্র
শমিত



শমিত দত্তের স্কেচ

(আগামী সংখ্যায়...)

স্বাস্থ্যে একগুচ্ছ নতুন কর্মসূচি নিল কেন্দ্র

২৯ জুন : মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, রক্তাশ্রিতা নির্মূল, জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করে তোলা এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে জাতীয় স্তরে সম্প্রসারণ—এই চারটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে একগুচ্ছ নতুন কর্মসূচি ও নীতিগত উদ্যোগের ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ পরিষদের ১৬তম বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এই কর্মসূচিগুলির সূচনা করেন। বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ‘সুমন রোডম্যাপ ২০৩০’ প্রকাশ করে কেন্দ্র জানায়, দেশের মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর হার আরও কমাতে আগামী কয়েক বছরে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ চিহ্নিত করে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, প্রত্যন্ত ও আদিবাসী এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ, প্রসূতি মায়েদের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশের ১৩টি রাজ্যের ১৩০টি জেলাকে এই কর্মসূচির আওতায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। একইসঙ্গে চালু হয়েছে ‘সমগ্র শিশু বল স্বাস্থ্য কর্মসূচি’, যার মাধ্যমে জন্ম থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। কম ওজন নিয়ে জন্মানো শিশু, অপুষ্টিতে ভোগা বা বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর বাড়ি পরিদর্শন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রক্তাশ্রিতা

মোকাবিলায় কেন্দ্র ‘অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত অভিযান’-এর নতুন পরিচালন নির্দেশিকাও প্রকাশ করেছে। এতদিনের ৬×৬×৬ কৌশলের পরিবর্তে এবার ৭×৭×৭ মডেল গ্রহণ করা হয়েছে। এতে কম ওজন নিয়ে জন্মানো নবজাতকদের নতুন উপভোক্তা গোষ্ঠী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ নয়, নিয়মিত



পরীক্ষা, চিকিৎসা, ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ এবং আয়রনসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর করতে ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস-২০২৬-এর নতুন নির্দেশিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এর আওতায় সারা দেশে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার জন্য অভিন্ন মানদণ্ড চালু হবে। প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে বাধ্যতামূলকভাবে এআইএস-১২৫ নিরাপত্তা মান বজায় রাখতে হবে। জিপিএস-নির্ভর ট্র্যাকিং, সমন্বিত কমান্ড ও ডিসপ্যাচ

সেন্টার, ডিজিটাল কল ম্যানেজমেন্ট এবং জাতীয় জরুরি নম্বর ১১২-এর সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে দ্রুত রোগী পরিবহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও একাধিক নতুন উদ্যোগের সূচনা হয়েছে। চালু হয়েছে আরোগ্য সেতু ২.০, আয়ুস্মান অ্যাপ, আয়ুস্মান সারথী হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটবট, ইউনিফায়েড হেলথ ইন্টারফেস, জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা এক্সচেঞ্জ, ড্রাগ রেজিস্ট্রি সহ ছোট স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির জন্য ই-সূক্ষ্মত ক্লিনিক-এর মতো বেশ কিছু সফটওয়্যার ভিত্তিক পরিষেবা। এই পরিষেবাগুলির শুভারম্ভ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বলেন, এর ফলে হাসপাতাল, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রোগীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান আরও দ্রুত, নির্ভুল ও স্বচ্ছ হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’ গড়ার লক্ষ্য পূরণে সুস্থ ভারত গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, দেশে ইতিমধ্যেই প্রায় ১.৮৫ লক্ষ আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে এবং গত এক দশকে ২৩টি নতুন এইমস ও ১৫৭টিরও বেশি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই চিকিৎসাখাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামের ওপরেও জনদরদী নীতি আনার লক্ষ্যে লাগাতার কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের মতে, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার, ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আধুনিক, সমন্বিত ও সর্বজনীন করার দিকেই এগোচ্ছে সরকার।

মিটল জলবন্টন সমস্যা, শাহ

২৯ জুন : প্রায় তিন দশকের জল-বন্টন সংক্রান্ত অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে যমুনার জল ভাগাভাগি ও সরবরাহ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে সই করল রাজস্থান ও হরিয়ানা সরকার। রবিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাহিনি, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিল এবং কেন্দ্র ও দুই রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি বছর জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে পশ্চিম যমুনা খাল থেকে তিনটি ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রায় ৫৮০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার জল রাজস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। ৩.৬ মিটারেরও বেশি ব্যাসের এই পাইপলাইনগুলির মাধ্যমে রাজস্থানের পাশাপাশি হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকাতেও পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘আলোচনার মাধ্যমে সমাধান’ নীতির বাস্তব প্রয়োগেরই উদাহরণ এই চুক্তি। সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু বছরের জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। নইলে এই সমস্যা দীর্ঘায়িত হতো।